মুজিবনগরে উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

মুজিবনগরে তারুণ্য উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উপজেলা পর্যায়ের খেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার বিকালে উপজেলার দারিয়াপুর ফুটবল খেলার মাঠের উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে উপজেলা পর্যায়ের এই ফুটবল খেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার রকিবউদ্দিন উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য জহিরুল ইসলাম হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, সাহার আলি।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি পলাশ মন্ডল বলেন প্রথমে আমরা ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে এই টুর্নামেন্ট শুরু করি প্রত্যেকটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ের খেলোয়াড়রা ইউনিয়ন ভিত্তিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেন। সেখান থেকে খেলোয়ার বাছাই করে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের দুইটা টিম গঠন করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ের খেলায় প্রত্যেকটি ইউনিয়ন থেকে দুটি টিম নকআউট পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো তৃণমূল পর্যায় থেকে ভালো খেলোয়াড় বাছাই করে উপজেলা পর্যায়ের একটি টিম গঠন করা। সেই সাথে সমাজকে মাদকমুক্ত নেশা মুক্ত এবং মোবাইল গেম থেকে দূরে রাখার জন্য খেলাধুলার মধ্যে নিমজ্জিত করা। আমরা আশা করি তরুণ এবং যুবকদেরকে খেলার মাঠে ফিরিয়ে এনে একটি সুস্থ মাদকমুক্ত যুব সমাজ গঠনে সহায়ক হিসেবে কাজ করা।

উদ্বোধনী খেলায় মোনাখালী ইউনিয়ন বি-টিম এবং দারিয়াপুর ইউনিয়ন বি -টিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় মনাখালী ইউনিয়ন বিটিম ৩-০ গোলে দারিয়াপুুর ইউনিয়ন বি-টিম কে পরাজিত করে।

বাদিয়াপাড়া-মহাব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্যর অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া মহব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক সভাপতি আব্দুর রশিদের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যসহ একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

এসকল অভিযোগ তুলে গ্রামবাসী গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগ পত্র দুটি মেহেরপুর প্রতিদিনেও পৌছানো হয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে, বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং সাবেক সভাপতি আব্দুর রশিদ যৌথভাবে ৫ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ দেন। নিয়োগের নামে প্রার্থীদের কাছ থেকে মোট ৩২ লক্ষ টাকা আদায় করা হয় উন্নয়ন ফান্ডের নামে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট কামরুন্নাহারের কাছে থেকে ১২ লাখ, নাইট গার্ড ওসমানের কাছে থেকে ১০ লাখ, মালি জাবির থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়েছেন। এছাড়া পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে প্রধান শিক্ষক নিজ বোনের ছেলের নিয়োগের বিনিময়ে ১৫ কাঠা জমি নিজের নামে লিখে নেন এবং সভাপতি তার নিজের ছেলেকে পিয়ন পদে নিয়োগ দিয়েছেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, স্কুলের নামে থাকা ১১টি দোকান থেকে নিয়মিত ভাড়া আদায় করা হলেও গত ১৫ বছরের কোনো হিসাব প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে জবাবদিহি চাইলে প্রধান শিক্ষক ও সাবেক সভাপতি একে অপরকে দায় দিয়ে গড়িমসি করছেন। গ্রামবাসীরা অভিযোগের বিষয়ে দুদক ও উপজেলা প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে এসকল অনিয়মনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন।

তবে প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন মুকুল মেহেরপুর প্রতিদিনকে

বলেন, শুনেছি আমার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করেছে। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, এগুলো ভুয়া তথ্য। বর্তমান এডহক কমিটি নিয়ে দ্বন্দ হওয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে এসকল অভিযোগ তোলা হয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প নিয়ে জটিল প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

মাটি যখন কারো না, সেখানে ভবন কীভাবে কারো হবে? মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে সামান্য দূরে পন্ডের ঘাট এলাকায় গড়ে উঠছে একটি নতুন ভবনের স্বপ্ন। সে স্বপ্নের গায়ে লেগে আছে নিয়ম ভাঙার কালি। পানি উন্নয়ন বোর্ড ৯ কোটি ৫০ লাখ টাকার বিশাল এক ভবন নির্মাণ প্রকল্পে দরপত্র আহ্বান করেছে যে জমির মালিকানাই এখনো সরকারের হাতে নেই। একটি স্থাপনা দাঁড়ায় যে জমির উপর, তার মালিকানা না নিশ্চিত করেই যেখানে ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি, এ যেন বালির উপর প্রাসাদ গড়ার মতো।

গ্রীষ্মের ধুলাঝরা বিকেলে যখন মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে একটুকরো জমির ওপর দাঁড়ানো হয়, তখন বোঝা যায়- এটা কেবল একখণ্ড ভূমি নয়; এটা একজন মানুষের জীবনভিত্তি, উত্তরাধিকার, প্রজন্মের আশা। এই জমির মালিক মো. আশরাফুল হক বলছেন, ‘শহরের উপকন্ঠে বামনপাড়া মৌজায় ২৩২২ ও ২৩২৩ দাগের একবিঘা জমি অধিগ্রহণ করেন। আমার জমির বাজারমূল্য তিন কোটি টাকা। সরকার আমাকে দিচ্ছে মাত্র ১ কোটি ৬ লাখ। দলিল হয়নি, অধিগ্রহণও সম্পন্ন নয়- তবু দরপত্র আহ্বান! এটা তো আইনের অপমান।”

তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন এবং উচ্চ আদালত সেখানে স্থগিতাদেশ দেন। অথচ প্রশাসনের নির্লিপ্ততা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের তাড়া যেন আদালতের আদেশকেও বিব্রত করে।

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ‘মো. ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স’ ইতোমধ্যে পেয়েছে কাজের দায়িত্ব। সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে চলতি মাসের ২৪

তারিখ পর্যন্ত। ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে, হাতে আছে মাত্র চোদ্দ দিন।একটি সরকারি দপ্তরের ভিত গড়তে গিয়ে যখন ন্যায়বিচারকে পাশ কাটিয়ে এগোনো হয়, তখন শুধু একটা ভবন নয়- আস্থা, আইন এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিও ক্ষয়ে যেতে থাকে।

ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের একজন কর্মকর্তা বলেন, “জমি ক্রেতারা সাধারণত বিক্রেতার সাথে যেদামে ক্রয় চুক্তি করেন তার থেকে কমদামে দলিল রেজিস্ট্রি করেন। ফলে সরকার রাজস্ব আয় থেকে যেমন বঞ্চিত হয়। তেমনি সরকার জমি অধিগ্রহণকালে রাস্ট্রিয় প্রয়োজনে জমি কেনা বেচায় জমির দাম না মেলাতে মামলা মোকদ্দমা বাড়ছে। ফলত, সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জনসাধারণও পড়ে হয়রানির মধ্যে।”

জেলা প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, “জমির দাম নিয়ে আপত্তি থাকলে তা আলোচনা সাপেক্ষে সমাধান করা উচিত। কিন্তু দলিল সম্পন্ন না করে দরপত্র আহ্বান করা হলে সেটি প্রশাসনিক ও নৈতিক দুই দিক থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ।”

এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুল হান্নান প্রধান বলেন,“জমি অধিগ্রহণ ও রেজিস্ট্রি শেষ না করে ভবনের দরপত্র ডাকা ঠিক হয়নি, স্বীকার করি। বিষয়টি প্রশাসনিক আলোচনায় রয়েছে।”

স্থানীয় নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বিষয়টি নিয়ে। কেউ বলছেন, “আইনি জটিলতা নিয়ে শুরু হওয়া ভবন কখনো টেকসই হয় না,” কেউ বা বলছেন, “ব্যক্তি মালিকানার জমি দখল করে উন্নয়ন নয়, এটা তো অন্যায্য দখলদারি।”

বিশিষ্ট এক সমাজকর্মী বলেন,“সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পকে আমরা স্বাগত জানাই, কিন্তু তা যেন হয় স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের ভিতরে। জমির ন্যায্য দাম না দিলে ভবিষ্যতে ক্ষোভ জন্ম নেবে, যা কোনো ভবনের ভিত্তির চেয়েও বিপজ্জনক।”

এই ঘটনা কেবল একটি জমি নিয়ে নয়, এটি একটি নৈতিক সংকট, একটি প্রশাসনিক গাফিলতির প্রতিচ্ছবি।যেখানে নিয়মের চেয়ে ‘তাড়াহুড়ো’র মূল্য বেশি, সেখানে ন্যায় ও উন্নয়ন সমান্তরালভাবে চলতে পারে না। প্রকল্প হয়তো শেষ হবে সময়মতো, ভবন উঠেও দাঁড়াবে, কিন্তু তার নিচে যে জমিটি এখনো ব্যক্তি মালিকানায়। ফলে সংকট হয়তো আরও গভীর ক্ষত রেখে যাবে সমাজে।

অবৈধভাবে ভৈরব নদের মাটি বিক্রির মচ্ছব, প্রশাসন নিরব

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুরে অবৈধভাবে ভৈরব নদের খননকৃত মাটি বিক্রির ধুম পড়েছে। রাতের আধারে এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে মাটি কেটে ড্রাম ট্রাকে করে ওই মাটি বিক্রি করা হচ্ছে এলাকার ইটভাটাসহ বিভিন্ন স্থানে। প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় এলাকবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

তবে উপজেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে মাটি বিক্রির কোন নিলাম হয়নি। যারা মাটি কাটছেন তারা অবৈধভাবে এ মাটি বিক্রি করছেন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় মাটি বিক্রির কিছু ভিডিও ও ছবি শেয়ার করা হলে বিষয়টি নতুন ভাবে আলোচনায় আসে। তারা জেলা প্রশাসন ও উপজেলার প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগও তোলেন।

গত শনিবার সকালে সরেজমিনে মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামে গিয়ে জানা গেছে, প্রায় বছর খানেক ধরে ভৈরব খননের এ মাটি বিক্রি করছে স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু ব্যবসায়ী। আওয়ামী লীগের আমলে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর লোকজন এ মাটি বিক্রি করতেন। ৫ আগষ্টের পর বিএনপির কিছু প্রভাবশালী এ মাটি বিক্রি করছেন বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করছেন। ক্ষমতার পালাবদল হয়ে মাটি বিক্রির লোকজনও পালাবদল হয়েছে, তবে মাটি বিক্রি থামেনি। তবে দিনের বেলায় তাদের দেখা মেলেনি, তাদের সাথে যোগাযোগ করাও যায়নি। স্থানীয়দের চোখে মুখে ক্ষোভ ও অসন্তোষ থাকলেও তারা ভয়ে কথা বলতে চাননা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিযোগ করে বলেন, লাল্টু, গবাসহ বেশ কয়েকজন মাটি ব্যবসায়ী ক্ষমতার দাপটে রাতের আধাঁরে মাটি কেটে ইটভাটাসহ এবং বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করছেন। ভৈরব নদের মহাজনপুর তীরে মাটির স্তুপ দিয়ে পাড় তৈরি হলেও অপরদিকে বাবুপুরে প্রায় এক

কিলোমিটার জমির মাটি কেটে নিয়ে ভৈরব নদের পাশে ওয়াক ওয়ে পর্যন্ত সমতল করা হয়েছে। ফলে বর্ষাকালে ওই এলাকা ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

মশিউর রহমানের মালিকনাধীন এসএমবি ইটভাটায় দেখা যায়, যে পরিমান মাটির স্তুপ করা হয়েছে, সে মাটি কয়েকবছর ইট প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

এ ব্যাপারে মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি, বিএনপি নেতা ও এসএমবি ইটাভাটার মালিক মশিউর রহমান বলেন, ‘এলাকার লাল্টু ও গবা নামের কয়েকজন দালাল মাটি কেটে বিক্রি করছেন। আমাদের ইউনিয়নে ৬টি ইটভাটা। কিন্তু মাটিগুলো বাইরে চলে গেলে আমাদের ইটভাটা চালানো কঠিন হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার সময় সাবেক চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু টেণ্ডার করে মাটি বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই সময় আমরা মাটি কিনে রেখেছি। নতুন করে কোন টেণ্ডার না হওয়ায় ওই মাটি আমরা কিনতে পারছি না। কিন্তু মাটি ঠিকই ওই দালালরা কেটে বাইরে বিক্রি করছে। এ বিষয়ে ইউএনও সাহেবকে বলেছি মাটি টেণ্ডারের ব্যবস্থা করতে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এবং গত শুক্রবারে তিনি ওই এলাকা পরিদর্শনও করেছেন’।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী হান্নান প্রধান বলেন, মহাজনপুর এলাকায় ভৈরব নদ খননের ফলে নদের মাটি ভৈরবের পাশে রাখা হয়েছে। সে মাটি স্থানীয় কৃষকদের জমিতেও রাখা হয়েছে। তবে ওই এলাকায় কোন কৃষক কিংবা কেউই মাটি ক্রয়ের জন্য বা সরিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন করেননি। এমনকি এখনো পর্যন্ত মাটি বিক্রির কোন নিলাম হয়নি।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল বলেন, ‘অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত শুক্রবার আমি টিম নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করেছি। মাটি বিক্রির চিত্র দেখতে পাই। ওখানে গিয়ে জানতে পারি কিছু অসাধু লোক রাতে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেখানে ইনফর্মার লাগিয়ে রেখেছি। রাতে হলেও আমরা তাৎক্ষনিক অভিযান চালিয়ে ওই সকল মাটি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে’।

মেহেরপুরে কৃষক সাইফুল শেখের পরিবারের পাশে প্রশাসন ও খানি

মেহেরপুরে পেঁয়াজ চাষি সাইফুল শেখ আত্মহত্যার ঘটনায় সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করতে আসা বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (খানি) দলের সঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার নিহত কৃষকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন মেহেরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন এবং উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল বুধবার খানি সদস্য সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মী, কৃষি গবেষক, লেখক ও সাংবাদিকরা নিহত কৃষকের পরিবার, স্থানীয় কৃষক ও প্রশাসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আজ ইউএনও পলাশ মণ্ডল খানি ভিজিট টিমকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি সাইফুল শেখের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পর ইউএনও পলাশ মণ্ডল উপজেলা সমাজকল্যাণ তহবিল থেকে শোকাহত পরিবারের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেন। এছাড়াও, বেসরকারি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান আশা থেকে নিহত কৃষকের ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা, কৃষকের মেয়ে রোজেফা খাতুনের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন। কৃষক সাইফুলের পরিবারকে কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে বর্গাচাষের জমিতে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সরবরাহেরও আশ্বাস দেন তিনি।

ইউএনও পলাশ মণ্ডল বলেন, “যা ঘটেছে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। আপনাদের যে ক্ষতি হয়েছে, আমরা তা পুরোপুরি পুষিয়ে দিতে পারব না, তবে আপনাদের প্রয়োজনে আমরা পাশে আছি।”
তিনি আরও বলেন, “নিহত কৃষক সাইফুল শেখের এই ঘটনায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে খানি ক্যাটালিস্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।” কৃষক ও কৃষি বিষয়ে খানির কার্যক্রমের জন্য তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

খানি সহসভাপতি রেজাউল করিম সিদ্দিকী জানান, এই ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য তারা কাজ করছেন। প্রশাসনের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি

আশা প্রকাশ করেন, এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার কিছুটা হলেও সহায়তা পাবে।

খানি দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নেটওয়ার্কটির সহসভাপতি রেজাউল করিম সিদ্দিকী, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড পার্টিসিপেটরি রিসার্চের নির্বাহী প্রধান গৌরাঙ্গ নন্দী, ইনসিডিন বাংলাদেশের মুশফিক সাব্বির, লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ডেপুটি ম্যানেজার অমিত রঞ্জন দে, আজকের পত্রিকার সাংবাদিক সাইফুল মাসুম এবং পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক প্রাণের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর উম্মে সালমা প্রমুখ।

মেহেরপুরে বাণিজ্য মেলা সাময়িক স্থগিত করলো প্রশাসন

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় মেহেরপুরের দেশিয় শিল্প ও পণ্য মেলা (বাণিজ্য মেলা) সাময়িক স্থগিত করেছেন জেলা প্রশাসন।

আজ বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সহকারী কমিশনার মো:সাজেদুল ইসলাম সাক্ষরিত এক পত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ২ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত এ জেলায় মাসব্যাপী দেশীয় শিল্প ও পণ্য মেলা শর্তসাপেক্ষে আয়োজনের অনুমতি প্রদান করা হয়। গত ১২ এপ্রিল মেলা আয়োজন না করার জন্য মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতি থেকে একটি স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের কাছে দাখিল করা হয়। উদ্ভুদ্ধ পরিস্থিতি মেলা আয়োজনকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

এসব বিবেচনায় পরবর্তি নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মেলা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলো।

হরিনাকুন্ডুতে যত্রতত্র অবৈধ ইটভাটা! নেই প্রশাসনের নজরদারী

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলায় পরিবেশ দূষণ করে যত্রতত্র ইটভাটা স্থাপন করা হয়েছে। নেই বৈধ লাইসেন্স ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র । বাজার, স্কুল ও আবাসিক এলাকা ঘেষে গড়ে উঠেছে এসব ইটভাটা। প্রভাবশালী ইটভাটা মালিকদের চাপে দীর্ঘদিন আটকে আছে এসব অবৈধ ইটভাটায় অভিযান।

জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, ইট পোড়ানোর লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিসের সার্টিফিকেটসহ কোন অনুমোদন ছাড়াই ইটভাটার মালিকেরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নির্বিঘ্নে এসব ভাটায় বছরের পর বছর ইট পোড়ানো হচ্ছে। উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে সরকারি নীতিমালা অমান্য করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার ও আবাসিক এলাকায় ফসলি জমি নষ্ট করে অবৈধভাবে ভাটার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তারা। সবুজ বনায়ন কেটে ইটের ভাটায় দেদারছে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে।

ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় পথচারী, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং আবাসিক এলাকার জনস্বাস্থ্য মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, এছাড়া ফলদ বৃক্ষ, প্রাণী, জীববৈচিত্র ধ্বংস ও পরিবেশ দূষণের হুমকির মুখে পড়েছে। সরকারী বিধিমালা অনুযায়ী ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) ২০১৩ আইন অনুযায়ী, আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কৃষিজমির এক কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এ আইনের তোয়াক্কা না করে হরিনাকুন্ডু উপজেলায় গড়ে তোলা হয়েছে ১৭টি ইটভাটা। সড়কের পাশে ফসলি জমি ঘেঁষে শাখারীদহ বাজার এলাকায় হরিনাকুন্ডু ইটভাটা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান খোকনের মামা ভাগ্নে বিক্◌্রস, শীতলী পাড়া হাকিমপুর এলাকায় মেসার্স মিলন এন্ড জান্নাত ব্রিকস, পারমথুরাপুর মেসার্স আসাদ জাহাঙ্গীর ব্রিকস, চাঁদপুরে বাবুল হোসেন খানের আরএসবি ব্রিকস, ভায়না ইউনিয়নে ভাই ভাই ব্রিকস, আরাফ ব্রিকস, একতা ব্রিকস, সোহান ব্রিকস, রুমা ব্রিকস, এ জেড ডাবলু ব্রিকস, বিশ্বাস ব্রিকস, জামাত ব্রিকস ও দৌলতপুর ইউনিয়নে রয়েল ব্রিকস ও মাসুম পারভেজ এর বিজলী ব্রিকস নামের ইটভাটাগুলোতে ইট পোড়ানোর

জন্য জ্বালানি হিসেবে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। যেগুলোর অধিকাংশরই নেই পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ জেলা প্রশাসনের লাইসেন্স। তবুও ভাটার ব্যবসা চলছে রমরমা। ফলে চুল্লি থেকে বের হওয়া কালো ধোঁয়ায় এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ইট পোড়ানোর জন্য ভাটার চারপাশে শত শত মণ আম, জাম, কাঁঠাল, রেইনট্রি, কদম, নারিকেল, বাঁশের মাথা ও খেজুর গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের কাঠ মজুদ করা হয়েছে। এছাড়াও ফসলি জমির টপসয়েল কেটে পাহাড় সমান মাটির স্তুপ করা হয়েছে। উপজেলার অধিকাংশ ইটভাটা জনবসতির খুব কাছাকাছি অবস্থিত। ভাটাগুলোর ১০০ থেকে ১৫০ গজের মধ্যে রয়েছে বিপুল সংখ্যক ফলদ গাছ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শতাধিক বাড়িঘর। কাঠ পোড়ানোর বিষাক্ত ধোঁয়ায় গাছের পাতা পুড়ে যাচ্ছে। ভাটা এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকায় স্থানীয় লোকজন বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ইটভাটা নির্মাণের কারণে কৃষি জমির পরিমাণও দিন দিন কমতে শুরু করেছে।

ইট ভাটার শ্রমিকরা জানান, নিম্নমানের এসব ভাটায় কয়লা ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই তাই কাঠ দিয়েই ইট পোড়াতে হয়। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, ফসলি জমির পাশে ইটভাটা গড়ে তোলার কারণে জমির উর্বরতা শক্তিহৃাসসহ ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এদিকে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইনে ইটভাটার মাটি সংগ্রহের জন্য জেলা প্রশাসকের অনুমতি নেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু কোন রকম অনুমতি ছাড়ায় এ উপজেলায় প্রতি মৌসুমে ভাটার মালিকরা এক শ্রেনীর মাটি খেকো দালালদের মাধ্যমে কৃষি জমির উপরিভাগের টপসয়েল কেটে ইটভাটায় স্তপ করে থাকেন। ফলে ফসলি জমির উর্বরতাশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। অথচ এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা প্রশাসন। বিনিময়ে ইটভাটা থেকে বাৎসরিক আদায় করা হচ্ছে কোটি টাকার মাসোহারা। এদিকে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ইটভাটার। বাকীগুলো চলছে প্রশাসন কে ম্যানেজ করে। তবে এসব ইটভাটা মালিকরা সরকারকে রাজস্ব দিচ্ছেন বলে জানান। জনমনে প্রশ্ন উঠেছে উর্বর তিন ফসলি জমি ও লোকালয়ে যে ইটভাটাগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলো ডিসি অফিস থেকে লাইসেন্স পাওয়ার আগে পরিবেশগত ছাড়পত্র বা অনাপত্তিপত্র পেল কিভাবে?
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ভাটা মালিক বলেন, প্রতিবছর এলআর ফান্ডে মোটা টাকা দিয়ে ইটভাটা মালিকরা যে লাইসেন্সটি নিয়ে থাকে তা দেখার আগে দেখতে হবে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগত যে ছাড়পত্রটি দিয়েছে সেটি অফিসে বসে দিয়েছে নাকি ইটভাটার অবস্থানটা সরেজমিনে পরিদর্শন করে দিয়েছে?

অভিযোগ রয়েছে বছরে দু-একবার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দায় সারছে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ উপজেলা প্রশাসন। ভাটা মালিকদের বক্তব্য, তারা বৈধভাবেই ব্যবসা করতে চান কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে ছাড়পত্র ও লাইসেন্স পাচ্ছেন না। তাই নিরুপায় হয়ে চাঁদা দিয়ে চালাতে হচ্ছে এসব ইটভাটা। বৈধতা না থাকলেও প্রতি বছর ইট পোড়ানোর মৌসুমে পাঁচ লাখ টাকা রাজস্ব দিতে হচ্ছে সরকারকে। ভাটা মালিকেরা জানিয়েছেন, কৃষিজমি ও আবাসিক এলাকার ১ কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা করা যাবে না। একই সাথে ইট পরিবহনের জন্য সরকারি পাকা সড়কও ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু এই আইন মানা আমাদের জন্য খুবই কঠিন। তাই আমরা পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না পেলেও ভাটা স্থাপন করেছি। তারা আরও জানান, ভাটাগুলোর বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে প্রশাসনের উৎপাতও বেশি। প্রশাসন ঝামেলা করছে অনবরত। তাদের অনেককেই টাকা দিয়ে ম্যানেজ করতে হচ্ছে। হরিনাকুন্ডুতে অধিকাংশ ইটভাটার কোনো লাইসেন্স ও অনুমোদন নেই। কীভাবে চলে এমন প্রশ্ন করা হলে ইটভাটার মালিকরা জানান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন, বন বিভাগ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরসহ প্রতিটি সেক্টর ম্যানেজ করেই ভাটা পরিচালনা করা হচ্ছে। আর এসব ম্যানেজ করছেন উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি জিয়াউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান খোকন।

এদিকে ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের অভিযোগ, সবকিছু জেনেও নীরব পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন। তাদের দাবি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কঠোর অভিযান চালাতে হবে।

তবে হরিণাকুন্ডু ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় ইট পোড়াতে জ্বালানী হিসেবে ও কয়লার দাম বৃদ্ধির কারণে ভাটাগুলোতে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। বেশির ভাগ ইটভাটার ২০১৫ সালের পর থেকে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ও নবায়ন নেই। কেনো নবায়ন নেই এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রতি বছর

ইটভাটাগুলোর মালিকেরা এলআর ভান্ডসহ আয়কর ও ভ্যাট দিচ্ছেন কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স নবায়ন করা সম্ভব হচ্ছেনা। আগের সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের নেতাদের হস্তক্ষেপ ও প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় চলতো এসব অবৈধ ইটভাটা। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এখন তো কোনো রাজনৈতিক সরকার নেই, তবে ভাটাগুলো কাদের নিয়ন্ত্রণে চলছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুন্তাছির

রহমান বলেন, অবৈধ ও পরিবেশ সম্মত নয় এমন সব ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হবে।

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কাছে অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা ও এলআর ফান্ডে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে
জানতে চাইলে তিনি জানান, পরিবেশ অধিদপ্তরের লাইসেন্স ছাড়া ইটভাটা গুলো পরিবেশ সম্মত ও বৈধ নয়। তিনি আরও বলেন, আপনারা জানেন আমি এখানে নতুন যোগদান করেছি এবং স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছি এলআর ফান্ডে কোন টাকা নেয়া যাবেনা।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রশাসনের যৌথ মহড়া

চুয়াডাঙ্গা জেলায় আসন্ন জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন পুলিশ র্যাব বিজিবি আনসার বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এবং যেকোনো ধরনের নাশকতামূলক কার্যক্রমকে প্রতিহত করার লক্ষে আজ শুক্রবার বিকাল তিনটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত সকল স্তরের প্রশাসনের যৌথ ভাবে এবং বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ফোর্সের সমন্বয়ে গাড়ীবহর যোগে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত যৌথ মহড়ায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, অধিনায়ক, ৬ বিজিবি, সহকারী পরিচালক, ৫৮ বিজিবি, স্কোয়ার্ড কমান্ডার, র্যাব-১২, পরিচালক, ১৪ আনসার ব্যাটালিয়ন, চুয়াডাঙ্গাগণের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রধান প্রধান সড়কে ডমিনেন্স প্যাট্রোলিং শেষে দামুড়হুদা মডেল থানাধীন জুড়ানপুর, মুক্তারপুর ও কোমরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র, দর্শনা থানাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দোস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জীবননগর থানাধীন উথুলী বাসস্ট্যান্ড বাজার, আন্দুলবাড়ীয়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ভোটারসহ জনসাধারনের উদ্দেশ্য আগামী ০৭ই জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশ ও আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন এবং নির্বাচনের দিন উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে এসে নির্বিঘ্নে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদানের আহবান জানান। ভোট প্রদানে বাঁধার সৃষ্টি হলে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯, পুলিশ কন্ট্রোলরুম, সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জ ডিউটি অফিসার, ইউএনও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বৃন্দের মোবাইল নাম্বারে অথবা র্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনীর টিম কে তাৎক্ষণিকভাবে জানানোর পরামর্শ প্রদান করেন। যারা এ ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যাবস্থা নেয়া হবে বলে সাধারণ মানুষদের আশ্বস্ত করেন।

এছাড়াও জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বলেন,ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রসহ বিভিন্ন স্থানে সাদা পোশাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের নজরদারি থাকবে। সর্বশেষ, সার্বিক আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে চুয়াডাঙ্গার আপামর জনসাধারণের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা নেতৃত্বে স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ সহ অন্যান্য সহকারী কমিশনারগন উক্ত মহাড়ায় অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান- পিপিএম-সেবা নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলামে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্)নাজিম উদ্দিন আল আজাদ-পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ এস এম জাবীদ হাসান, জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ সহ ডিবি, ট্রাফিক, দামুড়হুদা, দর্শনা ও জীবননগর থানা পুলিশের টিম অংশগ্রহণ করে।

চুয়াডাঙ্গা ৬বিজিবি লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান ও মহেশপুর ৫৮ বিজিবি সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামানের

নেতৃত্ব বিজিবি’র গাড়ীবহরের টিম অংশগ্রহণ করেন। র্যাব-১২ স্কোয়ার্ড কমান্ডার কিশোর রায়ের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম এবং ১৪ আনসার ব্যাটালিয়নের পরিচালক কামরুল হাসানের নেতৃত্ব একটি টিম এই যৌথ মহড়াই অংশগ্রহণ করেন।

মুজিবনগরে জাতীয় যুব দিবস পালিত

“প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ”এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে জাতীয় যুব দিবস।
দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালের উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি যুব র্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন শেষে একই জায়গায় এসে শেষ হয়।
পরে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে, আলোচনা সভা ও ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবউদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নকিম উদ্দীন এর সঞ্চালনায়, আলোচনা সভা ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন,মুজিবনগর প্রসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স,যুবনেতা হাসানুজ্জামান লালটু।
জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে আত্মকর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে এবং যুবকদের আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের মাঝে ঋণ এর চেক বিতরণ করা হয়। এ সময় উপজেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী সাংবাদিক ও যুবক-যুবতিরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনী সহিংসতা রুখতে প্রশাসনিক নজরদারি বাড়াতে হবে

২য় ধাপে মেহেরপুরের ৯টি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো গেল ১১ নভেম্বর। নির্বাচনের আগে ও পরে কয়েকটি ইউনিয়নে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সহিংসতায় গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের লক্ষিনারায়ণপুর ধলা গ্রামে ২জনের প্রাণহানিসহ আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন।

এসকল সহিংসতায় ব্যবহার করা হয়েছে দেশীয় অস্ত্র। তার মধ্যে রয়েছে হাসুয়া, লাঠি, বল্লম, রামদা, মাথাল, গিয়ার,টেটাসহ কয়েক প্রকারের অস্ত্র।

মেহেরপুরে নির্বাচনের দিন পুলিশ প্রশাসনের যে তৎপরতা লক্ষ্যে করা গেছে একই তৎপরতা তফসিল ঘোষনার পর থেকে শুরু হলে সহিংসতা এড়ানো যেত। নির্বাচন পূর্ব সময়ে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের অভিযানও দেখা যায়নি। তবে নির্বাচন পূববর্তী সময়ে র্যাবের অভিযানে দুজন আটক হয়েছে দুটি অস্ত্র সহ।

গত ৩ নভেম্বর কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়াতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী কর্মীসভায় গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। ওই মঞ্চে প্রধান অতিথির সফরসঙ্গী হয়ে শর্টগান নিয়ে মঞ্চে প্রদর্শণ করেন হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যক্তি। বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে পরদিন গাংনী থানা অস্ত্রটি জমা নেয়।

৮ নভেম্বর কাথুলী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড লক্ষিনারায়ণপুর ধলা গ্রামে ইউপি সদস্য প্রার্থী আজমাইন হোসেন ভোট চাইতে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আতিয়ার রহমানের কর্মী তার উপর হামলা চালায়। এসময় সে গুরতর আহত হয়। তার চিৎকারে মামাত দুই ভাই জাহাদুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলাম বাঁচাতে গেলে তাদেরকে দেশী অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে পুলিশ ও র্যাবের পৃথক দুটি টিম আতিয়ারের ভাইয়ের বাড়ি থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা কয়েক প্রকার দেশী অস্ত্র উদ্ধার করে। এ দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইউপি নির্বাচনে সহিংসতার আশঙ্কা তৈরি হয়।

নির্বাচনের দিন দুটি সেন্টারে প্রার্থীদের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফাঁকা গুলি

ছুড়েছে। এছাড়া তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি।

অস্ত্র উদ্ধারে যেমন পুলিশের তেমন কোন তৎপরতা দেখা যায়নি। অপরদিকে জেলা প্রশাসনও বৈধ অস্ত্র জমা দেওয়ার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের অফিসার ইনচার্জ জুলফিকার আলী বলেন, নির্বাচনী পূর্ববর্তী এক মাস আগে জেলা পুলিশের কোন অস্ত্র উদ্ধার নেই। পুলিশ সুপারের নির্দেশ ছিলো নির্বাচনি সহিংসতা এড়াতে সকল ধরণের অভিযান পরিচালনা করতে এবং বিশেষভাবে নজরদারি করতে।

সুজনের (সুশাসনের জন্য নাগরিক) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেছেন, নিবাচনে সহিংসতা মোটেও কাম্য নয়। কাথুলীতে সহিংসতার কারণে যে দুটি প্রাণহাণি হয়েছে অত্যন্ত দু:খজনক। এ ব্যাপারে প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল। অস্ত্র প্রদর্শণের কথা শুনেছি সেখানেও আরো একটু নজরদারির দরকার ছিল।
মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম বলেছেন, নির্বাচন পূর্ববর্তী এক মাসের মেহেরপুরে কোন অস্ত্র উদ্ধার নেই এটা ঠিক। তবে পুলিশ বিভাগের তৎপরতা অব্যাহত ছিলো নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা যাতে না হয়। কাথুলীর সহিংসতা দীর্ঘদিনের একটি দ্বন্দ্বের জেরে ঘটেছে। নির্বাচনের প্রচারণাকে বিরোধী পক্ষ সুযোগ নিয়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে। এরপর আমরা অনেকগুলো দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছি।

তিনি আরো বলেছেন, কাথুলীর গাড়াবাড়িয়াতে যে ব্যক্তি অস্ত্র প্রদর্শণ করেছিলেন আমরা জানার পর সেটি থানা হেফাজতে নিয়েছে। তার লাইসেন্সের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। তবে এ ধাপের নির্বাচন সহিংসতার বিষয়টি নিয়ে সামনে নিয়ে ২৮ নভেম্বরের নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে পুলিশে আরো সজাগ হবে।

সহিংসতা, প্রাণহানির মধ্যে আতঙ্ক ছাপিয়ে দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়াই মেহেরপুরের ৯টি ইউপিতে নির্বাচন সুষ্ঠ হয়েছে। এমন নির্বাচন করতে সহায়তা করায় প্রশাসনকে সাধুবাদও জানিয়েছেন ভোটাররা। আমরা প্রত্যাশা করবো আগামি সকল নির্বাচন সুষ্ঠ হোক, সহিংস মুক্ত হোক। গণতন্ত্রের এ ধারা অব্যাহত থাকুক।